# মাইক্রোবায়োলজিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষে স্টামফোর্ড

অনলাইন ডেস্ক

সংগৃহীত ছবি

আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এডুর‍্যাংকিং-২০২৬ সালের বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে বাংলাদেশের শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ। একই সঙ্গে দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে।

গবেষণা কার্যক্রম, বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা, উদ্ধৃতি (সাইটেশন), অ্যাকাডেমিক প্রভাব এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় অবদানের জন্য এই স্থান অর্জন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শরীফ নাফে আস্-সাবের বলেন, ‘এ স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা, আধুনিক গবেষণাগার সুবিধা এবং আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক পরিবেশ গড়ে তোলার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

,

উপাচার্য আরো বলেন, ‘স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ সব সময় গবেষণানির্ভর শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। আগামী দিনগুলোতে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, গবেষণা সহযোগিতা এবং বৈশ্বিক একাডেমিক অংশীদারত্ব আরো শক্তিশালী করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর মো. আফতাব উদ্দিন বলেন, ‘এ অর্জন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফল। আমরা মাইক্রোবায়োলজিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।'

বিশ্ববিদ্যালয়টির এই সাফল্যে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষাবিদেরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, এ স্বীকৃতি দেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের মাইক্রোবায়োলজিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় আগ্রহী করে তুলবে।

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান প্রদীপ্ত মোবারকের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই র‍্যাংকিং অর্জনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্রে দেশে ও বৈশ্বিক পর্যায়ে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

এই অর্জনে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, এডুর‍্যাংক ডটঅর্গ একটি স্বাধীন বৈশ্বিক র‍্যাংকিং প্ল্যাটফর্ম, যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা কার্যক্রম ও

অ্যাকাডেমিক প্রভাবের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের ১৮৩টি দেশের ১৪ হাজার ১৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং প্রকাশ করে থাকে। এডুর‍্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, ২৪৬টি একাডেমিক বিষয়ের ওপর ১১ কোটি ৯০ লাখের বেশি গবেষণা, প্রকাশনা এবং ৩১৬ কোটির বেশি উদ্‌ধৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ র‍্যাংকিং প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি একাডেমিক সুনাম, জনসম্পৃক্ততা এবং অ্যালামনাইদের অবদানও বিবেচনা করা হয়।